SHORT

History of Tamluk

BY

TRAILOKYA NATH RAKSHIT,

Vice-Chairman of the Municipality ; Honorary Magistrate for the Independent Bench : Secretary to the Dispensary Committee ; Member of the Local Board ; Member of the School Committee—Tamluk ; and Editor and Managing Proprietor of the late "Tamluk Patrika."

তমোলুক-ইতিহাস।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত প্রণীত।

Calcutta:

PRINTED BY R. DUTT,

HARE PRESS :

46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

1902

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

এই

স্বদেশীয়

ইতিহাস

স্বজাতীয় রাজা

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুরের

পবিত্র নামে

উৎসর্গ

করিলাম।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

ইতিপূর্ব্বে তমোলুক সম্বন্ধে যে পুস্তিকা বা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকলের একত্র সমাবেশের উদ্দেশ্যেই তমোলুক-ইতিহাসের সৃষ্টি। কিন্তু এখনও এমন অনেক পুস্তকে তমোলুকের বিষয় লিখিত আছে, যাহার নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই; এবং যে সকল পুস্তকে তমোলুকের বিষয় লেখা আছে বলিয়া জানিয়াছি, তাহারও কতকগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এমতাবস্থায় ইহা কেবল বাঙ্গালা ইতিহাস বা ভারত-ইতিহাস লেখকগণের ন্যায় এক এক পদ অগ্রসর হওয়া মাত্র। ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা কোন ইতিহাস লেখকের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ইহার প্রথম ছয় অধ্যায় সুবিখ্যাত "নব্যভারত" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা স্থানে স্থানে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সপ্তম অধ্যায়সহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

আমি যে সকল পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বা অনুবাদ করিয়াছি,

তাহার কোনটীতে যদি উদ্ধৃত চিহ্নাদি দিতে ভ্রম হইয়া থাকে, তজ্জন্য যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তাহার নামের তালিকা স্বতন্ত্র প্রকাশ করিলাম।

তমোলুক-ইতিহাস সংগ্রহ সম্বন্ধে যিনি যাহা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত, বি, এ, মহাশয়ের নিকট আমি ঋণী। তাঁহার প্রদত্ত নোট হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু সদানন্দ বেরা ঘটনা সংগ্রহ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

তমোলুক
১৪ই এপ্রিল, ১৯০২।
১লা বৈশাখ, ১৩০৯।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

তমোলুক ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সভ্যদেশ মাত্রেরই আদিম বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অন্তঃকরণে স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন কালের বিশুদ্ধ ইতিহাস নিতান্ত দুর্লভ হওয়ায় সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার সদুপায় নাই বলিয়া মনোমধ্যে ক্ষোভের উদয় হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে, ইতিহাস লিখিবার বিশুদ্ধ প্রণালী প্রচলিত ছিল না। আমাদের প্রাচীন পুরাবৃত্ত লেখকগণ কবি ছিলেন; সুতরাং প্রকৃত ঘটনার বিবরণ লেখা অপেক্ষা কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ করাই

তাঁহাদিগের প্রধান অভিপ্রায় ছিল। এমন কি, স্থানে স্থানে ঘটনা সকল এ প্রকার সরস কবিতাবলী ও অলঙ্কারাদিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক কবিতাংশের পরিহার এবং ঘটনাংশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ইতিহাসযোগ্য বাস্তবিক বৃত্তান্ত বর্ণন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহার পর বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ সময়ে সময়ে এতদ্দেশে আগমন করিয়া তাঁহাদের আপন আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং অপরাপর-লেখকগণ তাঁহাদের রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদিতে এতদ্দেশের বিষয় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাও স্থানে স্থানে মতবিরোধী। সুতরাং কোন দেশের প্রকৃত বৃত্তান্ত-ঘটিত একখানি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যে কতদূর দুষ্কর, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। এরূপ অবস্থায় মাদৃশ সামান্য বুদ্ধি লোকের পুরাবৃত্ত লিখিতে উদ্যত হওয়া বিজ্ঞ সমাজে উপহাসাস্পদ হইবার কল্পনা মাত্র। তথাপি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া তমোলুকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। ভরসা করি, এই সকল উপকরণ সময়ক্রমে কোন সুনিপুণ শিল্পিহস্তে বিন্যস্ত হইয়া বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণে সাহায্য করিবেক।

স্থান-নির্দ্দেশ ও সীমা।

তমোলুকের প্রাচীন নাম—তাম্রলিপ্ত (১) ; তাম্রলিপ্তী (২) ; বেলাকূলং, তামলিপ্তং, তামলিপ্তী, তমালিকা (৩) ; দামলিপ্তং, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহং (৪) ; তমোলিপ্ত (৫) ; ও তমোলিপ্তী (৬)।

বৌদ্ধগণ ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ইহার নাম "তমোলিতি" (৭) ও "তম্মোলিতি" (৮) বলিয়া উল্লেখ আছে। মুসোঁ জুলীয়েন সাহেব ও জেনারল কনিংহ্যাম সাহেব বলেন, 'তম্মোলিতি' কথাটী পালি সংস্কৃতের তাম্রলিপ্ত কথার অপভ্রংশ (৯)।

---

(১) ইতি মহাভারতম্।
(২) ইতি ভারতকোষ।
(৩) ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।
(৪) ইতি হেমচন্দ্রঃ।
(৫) ইতি শব্দরত্নাবলী।
(৬) ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

(৭)—"In the writings of the Buddhists of Ceylon the name appears as Tamolitti, corresponding to the Tamluk of the present day."

See. "Ancient India as described by Megasthenes and Arrian" by J. W. Mc. Crindle, M. A., P. 138.

(৮) Vide Si-yu-ki, by Samuel Beal, Vol. II, P. 200.

(৯) Vide Hunter's Orissa, Vol. I. P. 311.

তাম্রলিপ্তের অপভ্রংশে আধুনিক তমোলুক নাম হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ—ব্রাহ্মখণ্ডে লিখিত আছে,—

"তাম্রলিপ্ত-প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর-প্রান্তে চ কালী সুরধুনী তটে॥ ৯॥"

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইহা দ্বারাই তাম্রলিপ্তের অপভ্রংশ হইতে যে তমোলুক নাম হইয়াছে, সপ্রমাণ হইতেছে। কারণ বর্গভীমা নাম্নী দেবী তমোলুক ভিন্ন অপর কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

"শব্দকল্পদ্রুমে" তমোলিপ্তী ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থে তমোলুক বলিয়া (১০), "বাচস্পত্যে" তমালিকা, তমালিনী ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থে তমলুক বলিয়া (১১) ও এইচ্, এইচ্, উইলসন সাহেবের "সংস্কৃত এবং ইংরাজী অভিধানেও" তমালিকা, তমোলিপ্তি, তামলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থে (modern Tumlook) আধুনিক তমোলুক বলিয়া লিখিত আছে (১২); এবং "প্রকৃতিবাদ অভিধান" (১৩) ও "শব্দার্থ প্রকাশিকা" (১৪) প্রভৃতি বাঙ্গালা অর্থপুস্তকেও

---

(১০) শব্দকল্পদ্রুমঃ, পুনঃ প্রকাশিত, ১৪২৩ ও ১৪৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(১১) বাচস্পত্য, ৩২৪০ ও ৩২৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

(১২) Vide H. H Wilson's 'Sanskrit and English Dictionary', pp. 382, 383, 387 and 422.

(১৩) সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, বরাটপ্রেসে মুদ্রিত, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৫৮; ৭৫৯ ও ৮১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৪) শব্দার্থ প্রকাশিকা, শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত, ২০৩ ও ২০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্তী, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, তাম্রলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থে তমোলুক বলিয়া লেখা আছে।

আমাদের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ (Antiquarian) ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, LL. D. ও পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ জে, ডব্ লিউ, মাক্রিণ্ডেল সাহেবের প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে "তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক" বলিয়া লেখা আছে; এবং এইচ্, এইচ্, উইলসন সাহেব, জেনারল কনিংহাম সাহেব, মাননীয় এম, এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব, ডাক্তার ডব্ লিউ, ডব্ লিউ, হণ্টার সাহেব, মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, ও রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি তাম্রলিপ্তের আধুনিক নাম তমোলুক বলিয়া আপনাপন পুস্তকে লিখিয়াছেন।

Tamalities, moreover, which has been satisfactorily identified with Tamluk." (১৫) এবং "Tamalities represents the Sanskrit Tamralipti, the modern Tamluk." (১৬)

সুতরাং তমোলুক যে, প্রাচীনকালের সমুদ্রতীরস্থিত সমৃদ্ধিশালী মহানগর তাম্রলিপ্তের আধুনিক হীন পরিণতি, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে অগ্রে তাহার

---

(১৫) Vide Indian Antiquities, Vol. XIII, p. 364.

(১৬) Vide "Ancient India as described by P'tolemy' by J. W. Mc. Crindle, p. 169.

ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু আমাদের প্রাচীন কবিগণ, কিম্বা পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তাগণ ইহার চতুঃসীমাদি একত্রে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি না, অনেক অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই। এমতাবস্থায় যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি।

বিষ্ণুপুরাণ—চতুর্থ অংশে লিখিত আছেঃ—

"—তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি ॥"১৮
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ। (১৭)

পাণ্ডববিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছেঃ—

"তাম্রলিপ্তদেশযক্ষে ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।"

বায়ুপুরাণেও লিখিত আছে ঃ—

"ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাং স্তথৈব চ।
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্ ॥" ৪৯
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। (১৮)

"The Ganges flows through the—Tamraliptas (or Tamluk)—" (১৯)

অন্যত্রও লিখিত আছে ঃ—

"এখন দেখিতে পাওয়া যায়, ভাগীরথী-স্রোতঃ হুগলী প্রভৃতি হইয়া প্রবাহিত, পূর্ব্বে কিন্তু এই মহাকায় স্রোতস্বতী

---

(১৭) বিষ্ণুপুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১১০ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৮) বায়ুপুরাণম্, Published by the Asiatic Society of Bengal, Edited by Rajendra Lal Mitra LL. D., C. I. E., Vol. I,. P. 362.

(১৯) Vide Asiatic Researches, Vol. VIII, p. 331.

সপ্তগ্রামপদ বিধৌত করিয়া আদমপুর, আম্‌তা, আন্দুল এবং তমোলুক প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ কল্লোলে বহমানা ছিল।" (২০)

"Fa Hian came to Tamralipti which was then the great sea-port at the mouth of the Ganges. There were 24 Sangharamas in this country." (২১)

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান যৎকালে তাম্রলিপ্তিতে আগমন করেন, তৎকালে তাম্রলিপ্তি গঙ্গার মোহানার নিকট সামুদ্রিক বন্দর ছিল, এবং তথায় ২৪টী বৌদ্ধমঠ ছিল।

"Hiouen Thsang travelled from the Punjab to the mouth of the Ganges, and made journeys into southern India. * * * * In the south-west, Orissa was a stronghold of the faith. But in the sea port of Tamluk, at the mouth of the Hugli, the temples of the Brahman Gods were five times (50) more numerous than the convents (10) of the faithful." (২২)

হিউয়েন সাঙ পঞ্জাব হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত এবং দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন,—তৎকালে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গঙ্গার মোহানার নিকট সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক ব্রাহ্মণ দেবমন্দির হইয়াছিল।

---

(২০) জন্মভূমি, প্রথম খণ্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

(২১) Vide R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India (people's edition) Book IV, Chap. VI. p. 511.

(২২) Vide Imperial Gazetteer of India, Vol. IV. p. 258.

"Tamralipta being on the sea at the mouth of the Ganges, and corresponding with it in appelation, is always considered to be connected with the modern Tamluk." (২৩)

গঙ্গাসাগরসঙ্গমোপকূলে স্থিত তাম্রলিপ্ত নামের সহিত বর্ত্তমান তমোলুক নামের বিশেষরূপ সৌসাদৃশ্য থাকায়, তাহা একই স্থান বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন।

জেনেরাল কনিংহ্যাম সাহেবও বলেন ;—

"Tamralipti—country lying to the westward of the Hugli river, from Burdwan and Kalna on the north"—(২৪)

তাম্রলিপ্তী—হুগলী নদীর পশ্চিমদিকে এবং উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এতদ্দ্বারা তাম্রলিপ্তের একদিকে সমুদ্র, একদিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা ছিল, জানা যাইতেছে।

বিশ্বকোষ-প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'কলিঙ্গের সীমা-নিরূপণ' প্রবন্ধে বিস্তর প্রমাণাদি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান তমোলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

---

(২৩) Vide Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. V p. 135

(২৪) Vide General Cunningham's Ancient Geography of Iadia, p. 504.

এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।" (২৫)

ইহা দ্বারা তাম্রলিপ্তের একদিকে কলিঙ্গদেশ ছিল, জানা যাইতেছে। তাহা হইলে ইহার উত্তরে—বর্দ্ধমান ও কালনা, পূর্ব্বে—গঙ্গা, দক্ষিণে—সমুদ্র ও পশ্চিমদক্ষিণে—কলিঙ্গ-রাজ্য ছিল, স্থির হইতেছে। ফলতঃ তাৎকালিক 'ইহার পরিধি প্রায় ১৫০০ লি বা ১২৫ ক্রোশ ছিল।' (২৬)

তদনন্তর গঙ্গার মোহানাতে ক্রমান্বয়ে পলি পড়িয়া চর হওয়ায় তাহাতে সমুদ্র ক্রমে পূরিয়া গিয়া রূপনারায়ণ নদীর তীরে একটী অন্তর্দ্দেশিক নগর হইয়াছে। তজ্জন্যই কবি লিখিয়াছেন,—

"তাম্রলিপ্তপ্রদেশশ্চ বণিজশ্চ নিবাস ভূঃ।
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

অর্থাৎ—"বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত।" (২৭)

এক্ষণে ইহা বঙ্গদেশের—বর্দ্ধমান বিভাগের—মেদিনী-

(২৫) জন্মভূমি, প্রথম খণ্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(২৬) "The kingdom of Tamluk was then about two hundred and fifty miles in circumference."

See-Documents Geographiques, p. 450. and Julien's 'Hiouen Thsang,' Vol III, p. 83.

(২৭) বিশ্বকোষ, ৬৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

পুর জেলার অন্তর্গত, এবং কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল (২৮) দক্ষিণ-পশ্চিমে, ও মেদিনীপুর হইতে ৪১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ইহার অক্ষাংশ ২২° ১৭′ ৫৮″ উত্তর, এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭°, ৫৭′ ৩০″ পূর্ব্ব। (২৯)

নামকরণ।

তাম্রলিপ্ত নগরের জন্মকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে ইহার নামোৎপত্তি-সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপাখ্যান শ্রুত হওয়া যায়। দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

"জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতো হি চারুণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ নিমগ্নশ্চাতিমোহিতঃ॥ ৫৬
অরুণাখ্যসারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গায়ন্তি পূর্ব্ববাসিনঃ॥ ৫৭"

দ্বিগ্বিজয়প্রকাশঃ।

অর্থাৎ—"যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব, সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন (তাম্রবর্ণ) অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্র-প্রান্তে

(২৮) Vide East India Gazetteer, Vol. II, p. 682.
(২৯) Vide Statistical Account of Bengal, Vol. II, p. 29.

লিপ্ত হইল। যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল, সেইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।" (৩০)

আবার কেহ কেহ তমোলিপ্ত নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন বা পাপে জড়িত (তমঃ darkness or sin and লিপ্ত soiled) অর্থ করেন। কিন্তু এই নামকরণ কাহাদের দ্বারা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ "যখন তাম্রলিপ্তি হিন্দুদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া বৌদ্ধদিগের আয়ত্তাধীনে আইসে, সেই সময়ে হিন্দুগণ তাম্রলিপ্তি শব্দকে বিকৃত করিয়া ঘৃণাসূচক নাম 'তমোলিপ্তে' পরিণত করিয়া থাকিবেন।—পরে যখন তাম্রলিপ্ত ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত হইল, তখন তাঁহারা আপনাদিগের প্রদত্ত অপবিত্রঅর্থসূচক নাম 'তমোলিপ্তের' ও পবিত্র অর্থ প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।" (৩১) তাহাতেই লিখিয়াছেন,—

'বিষ্ণু যখন কল্কিরূপ ধারণ পূর্ব্বক অসুরগণকে ধ্বংস করেন, সেই সময়ে যুদ্ধ-শ্রমে তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম এই পুণ্যস্থানে পতিত হয়। দেব-শরীর-নির্গত ক্লেদস্পর্শে তমোলিপ্তের পবিত্রতা সম্পাদিত হইয়াছে।" (৩২)

(৩০) বিশ্বকোষ, ৬৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩১) প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ৪৪৭ ও ৪৪৮ (৩৪৭ ও ৩৪৮?) পৃষ্ঠা দেখ।

(৩২) "—that it took its name from the fact that Vishnu, in the form of Kalki (?), having got very hot in destroying the demons dropped perspiration at this fortunate spot which accordingly became stained with the holy sweat (or dirt) of the God."

See—Hunter's Orissa Vol. I, p. 311.

'স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে ইহার রাজগণ ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্বে এতদ্দেশ জয় করিয়া এ প্রদেশ আপনাদের নামে নামকরণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ প্রথমতঃ বাঙ্গালা-দেশে তৎপরে উড়িষ্যাদেশে আসিয়া বাস করেন। বাঙ্গালা হইতে উড়িষ্যা যাইবার পথে তমোলুকে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর একটী জনশ্রুতি অনুসারে ইহা ময়ূরভঞ্জের রাজা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। উড়িষ্যার অন্যান্য করদ রাজাদের মধ্যে ময়ূবভঞ্জের রাজারাই বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং তাঁহাদের রাজত্বও বৃহৎ। ফলতঃ তমোলুক ও ময়ূরভুঞ্জ এই উভয় দেশের মধ্যে বিশেষ সংস্রব ছিল বলিয়া অনুমান হয়। কেননা—তমোলুক-রাজবংশের বংশচিহ্ন বা ধ্বজচিহ্ন 'ময়ূর' ছিল। এখনও ময়ূরভঞ্জের রাজগণ অবিকল সেই চিহ্ন (মুদ্রাদিতেও) ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।' (৩৩) শ্রীশ্রীবর্গভীমা দেবীর মন্দিরের চূড়ার চক্রের উপরেও ময়ূর ছিল ; বিগত ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত ঝটিকায় সচক্র চূড়াটী ভূমিসাৎ হওয়ায় এক্ষণে তাহা লোপ হইয়াছে। 'উক্ত চূড়াটী পূর্ব্বে একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল, পড়িয়া ভগ্ন হওয়ায়, সেরূপ প্রস্তরাভাবে এক্ষণে ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।' (৩৪)

---

(৩৩) Vide Hunter's Orissa, Vol. I, pp. 308-9

(৩৪) A list of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal, p. 23.
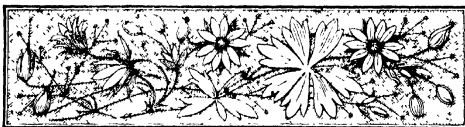
দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহাভারতীয় কাল।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুপাঞ্চালীয় প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত (অর্থাৎ কি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, কি দিগ্বিজয়-কালীন, কি রাজসূয় যজ্ঞের সময়, কি মহাসমর-কালীন) তাম্রলিপ্তাধিপতি সংস্পৃষ্ট ছিলেন। তাহা ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

মহাভারত আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে লিখিত আছে;—

"ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ। * * * * * * * *

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ॥ ১৩

* * * * * *

এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ॥ ২৩
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি।

এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।
বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভেঽদ্যতম্॥ ২৪"
ইত্যাদি পর্ব্বণি স্বয়ম্বরপর্ব্বণি রাজনামকীর্ত্তনে
অষ্টাশীত্যধিকশতোঽধ্যায়ঃ॥ (৩৫)

অর্থাৎ—"ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি! দেখ। * * কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য * * ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাজনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণি-গ্রহণার্থ লক্ষ্য ভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।" (৩৬)

অধিকন্তু মহাভারত সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে;—

"অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেন নিজঘান মহামৃধে॥২১॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥ ২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥ ২৩

(৩৫) মহাভারতম্, আদিপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৬) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২৯৩ ও ২৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।

সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥ ২৪
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ॥২৫

ইতি সভাপর্ব্বণি দিগ্বিজয়পর্ব্বণি ভীমদিগ্বিজয়ে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। (৩৭)

অর্থাৎ—"মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থানের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছবাসা মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কুর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।" (৩৮)

উক্ত সভাপর্ব্বে 'রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধনপ্রদান' প্রসঙ্গেও লিখিত আছে ;—

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা॥১৮
কর্ণপ্রাবরণশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ॥১৯

(৩৭) মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৮) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

ঈপাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান কুথাবৃতান্ ।
শৈলাভান্নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ ॥২০
দত্ত্বৈকৈকো দশশতান্ কুঞ্জরা্ন্ কবচাবৃতান্ ।
ক্ষমাবতঃ কুলীনাংশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তথা ॥২১"

ইতি সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধন সন্তাপে
দ্বিপঞ্চশোঽধ্যায়ঃ। (৩৯)

অর্থাৎ—"বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বতপ্রতিম, কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।" (৪০)

অপিচ মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয় অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভারতবর্ষের পুণ্যদা নদীর নাম ও জনপদের নাম-কীর্ত্তন কালেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ—

"কক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ ।
কিরাতা বর্ব্বরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥৫৭"

ইতি ভীষ্মপর্ব্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বণি ভারতীয়
নদ্যাদি কথনে নবমোঽধ্যায়ঃ। (৪১)

---

(৩৯) মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ১২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪০) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪১) মহাভারতম্, ভীষ্মপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্ ২৪। পৃষ্ঠা দেখ

আরও মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে বীরবর্গ পরিপূজিত পরশুরামের যুদ্ধ বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"ভৃগৌ রামাভিধাবেতি যদাক্রন্দন্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ততঃ কাশ্মীরদরদান্ কুন্তিক্ষুদ্রকমালবান্ ॥৯
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্ তাম্রলিপ্তকান্।
রক্ষোবাহান্ বীতহোত্রান্ ত্রিগর্ত্তান্ মার্ত্তিকাবতান্ ॥১০
শিবীনন্যাংশ্চ রাজন্যান্ দেশাদ্দেশাৎ সহস্রশঃ।
নিজঘান শিতৈর্বাণৈর্জ্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥১১"

ইতি দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজিকে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। (৪২)

অর্থাৎ—"হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবা মাত্র তিনি (পরশুরাম) একান্ত ক্রোধ-সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশসম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" (৪৩)

আবার মহাভারত কর্ণপর্ব্বে সঙ্কুলযুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

---

(৪২) মহাভারতম্ দ্রোণপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্। ১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪৩) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব, ৯৮ পৃষ্ঠা এবং Muir's Sanskrit texts, Vol. I, p. 459 দেখ।

"হস্তিভিস্তু মহামাত্রাস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পার্ষতমভ্যয়ুঃ ॥১
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥২
মেকলাঃ কোশলা মদ্রা দশার্ণা নিষধাস্তথা।
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত ॥৩
শরতোমরনারাচৈর্বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ।
সিষিচুস্তে ততঃ সর্ব্বে পাঞ্চালবলমাহবে ॥৪
*　*　*　*　*　*
অথাঙ্গপুত্রে নিহতে হস্তিশিক্ষাবিশারদে।
অঙ্গাঃ ক্রুদ্ধা মহামাত্রা নাগৈর্নকুলমভ্যয়ুঃ ॥১৯
চলৎপতাকৈঃ সুমুখৈর্হেমকক্ষাতনুচ্ছদৈঃ।
মিমর্দ্দিষন্তস্বরিতাঃ প্রদীপ্তৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥২০
মেকলোৎকলকলিঙ্গা নিষধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শরতোমরবর্ষাণি বিমুঞ্চন্তো জিঘাংসবঃ ॥২১"

ইতি কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বাবিংশতি-
তমোঽধ্যায়ঃ। (৪৪)

অর্থাৎ---"হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া করি-সৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ-বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং

(৪৪) মহাভারতম্, কর্ণপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করতঃ পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। * * * * হস্তিশিক্ষা বিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্তদেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল।" (৪৫)

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাভ ঘোষাল মহাশয় ও লিখিয়াছেন যে ;—"দ্বাপরের অবসান সময়ে নিখিলবীর বিধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্রের সেই ভৈরব সমর আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে ভগদত্ত অস্মদ্দেশের একজন প্রধান নরপতি ছিলেন। সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব ছিল। তিনি কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সংগ্রাম-ভূমে অবতীর্ণ হয়েন। কয়েক দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ভগদত্ত সমরশায়ী হইলেন। অঙ্গরাজ সেনানায়ক হইলে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বঙ্গাধিপতি সাত্যকির হস্তে ও

(৪৫) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত কর্ণপর্ব্ব, ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পুণ্ড্রাধিপতি সহদেবের হস্তে নিহত হইলেন। তাম্রলিপ্তের অধিপতি নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।"(৪৬)

জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে ;—

"যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাঁহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতি বিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্র-ব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন, অনু শাল্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রু-বাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর (তাম্রলিপ্ত) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূর-ধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। এ দিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুন বালকবেশে

(৪৬) গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা দেখ।

রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে, তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধ শরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রটী ফিরিয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্ব্বদা শোচনীয়।"

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইলেন। তিনি ধন জন রাজ্য সম্বল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন।" (৪৭)

(৪৭) জৈমিনি-ভারতম্, ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়,
বিশ্বকোষ, ৬৯০ ও ৬৯১ পৃষ্ঠা,
তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ৬, ৭, ৮, ও ৯ পৃষ্ঠা, এবং
A List of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal, pp. 23-25 দেখ।

উক্ত ঘটনা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া কাশী-রাম দাসের মহাভারতেও উল্লেখ রহিয়াছে; এবং মাননীয় হণ্টার সাহেবও—'কাশীদাসের মহাভারতের উল্লিখিত রত্নাবতী এই স্থানে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, এবং ঐ নাম তমোলুকে এখনও লোপ হয় নাই' (৪৮) লিখিয়াছেন। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে, কিম্বা বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চন্দ্ বাহাদুরের মহাভারতে, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে, অথবা বাবু প্রতাপ চন্দ্র রায়ের মহাভারতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ জৈমিনি (৪৯) ও কাশীরাম

---

(৪৮) " 288. Supposed to be referred to as Ratnavati in the Kasidas, or Bengal recession of the Mahabharat, Aswamedhparva. The local name of Ratnavati still survives at Tamluk,—" See Hunter's Orissa, vol. I, P. 309.

(৪৯) "পুরাৎপ্রমুক্তোরাজেন্দ্র তৈঃ সকৃষ্ণৈর্ম্মহাবলৈঃ। ৮
যাবৎপ্রয়াতিতুরগ স্তাবৎ তাম্রধ্বজনৃপঃ।
দীক্ষিতো রক্ষতাস্বংহি বাজিমেধ তুরঙ্গমং। ৯
প্রযুক্তং রত্নগরাৎ স্বপিত্রাবর্হিকেতুনা।
তাম্রধ্বজস্তহংসং তমর্জ্জুনস্ত হয়ো যযৌ॥ ১০
*   *   •   •   *
রণভূমিং পরিত্যাজ্য সমায়াহি যতোব্রজে।
পিতাস্ত দীক্ষিতঃ পার্থ বিদ্যতে নর্ম্মদাতটে॥৩৬
শূরোয়ং জিত কামস্ত সত্যবাগনসূয়কঃ।
ন যোধনীয়ঃ পার্থেন সত্যমেতদ্বদামিতে॥৩৭"

জৈমিনি-ভারতম্. একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বেনারস যন্ত্রে মুদ্রিতং ৮৯ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ—"জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সহিত মহাবল বীরগণ নগরী হইতে অশ্বকে উন্মুক্ত করিলে ঐ তুরঙ্গম গমন সময়ে রাজর্ষি তাম্রধ্বজের